মহাকালের মহানায়ক

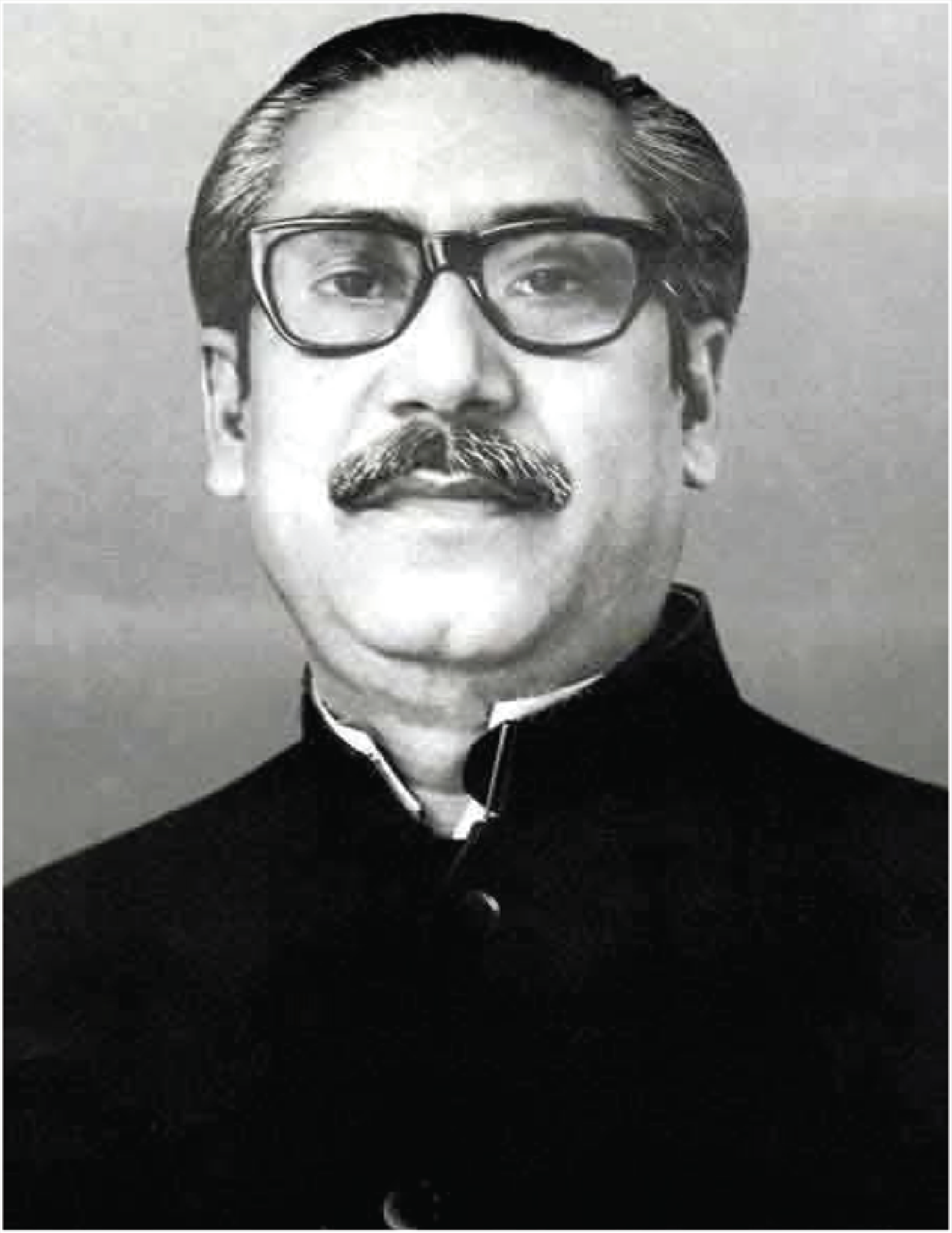

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

প্রকাশক

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়

৯১, মতিঝিল বা/এ (৬ষ্ঠ তলা)

ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল

১৩ই অক্টোবর, ২০২২

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর **বার্ষিক প্রতিবেদন** প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সৃষ্টিশীলতা সকল আবিষ্কার উদ্ভাবনের মূলমন্ত্র। সৃষ্টিশীলতাকে সার্থক ও সফলভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা যেমন আবশ্যক, তার সুরক্ষাও তেমন জরুরি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মেধা সম্পদ, উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আমরা 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২' প্রণয়ন করেছি। এছাড়া, ট্রেডমার্কস (সংশোধন) আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই ছিল বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার। আর এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ডিপিডিটি'র কার্যক্রম অন-লাইনের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। আমি আশা করি, এই অধিদপ্তর অন-লাইন সেবার মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে এবং সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করবে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমি জেনে খুশি হয়েছি, ডিপিডিটি'র অর্জিত সাফল্য, কর্মপরিকল্পনা, কর্মকৌশল, আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ অন-লাইন আবেদনের কার্যক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য হালনাগাদ তথ্যাদি এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস এর কাজের সাথে জড়িত অংশীজন ডিপিডিটি'র সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। এ উদ্যোগ ডিপিডিটি সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

আমি ডিপিডিটি'র **বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২** এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২৬ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

প্রতি বছরের মত এবারও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের **বার্ষিক প্রতিবেদন** প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মেধা সম্পদ অধিকার অন্য যে কোন সম্পদ অধিকারের মত। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৭ নং অনুচ্ছেদে এই অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। শক্তিশালী ও কার্যকর মেধা সম্পদ সুরক্ষাই কেবল এই অধিকারকে রক্ষা করতে পারে। তাই মেধাসম্পদ সুরক্ষায় বিশ্বমানের যুগপোযোগী সেবা প্রদান, মেধা সম্পদ সংরক্ষণ, মেধা সম্পদ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধকরণ, কার্যক্রমের গতি আনয়নসহ সেবাগ্রহিতাদের পূর্ণাঙ্গ সেবা নিশ্চিতকরণে ডিপিডিটি বদ্ধ পরিকর।

মানবজাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতি নির্ভর করে প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক জগতে নতুন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতার উপর। প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশ এবং মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রসারিত করেছে। জাতি হিসেবে আমরা যত বেশি জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগাবো তত বেশি সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে পারবো। তাই নতুন সৃষ্টিকর্ম গুলোর আইনি সুরক্ষা প্রদান জরুরি। কেননা এর মাধ্যমেই নতুন নতুন সৃষ্টিকর্মের সম্ভাবনা তৈরি হবে। এই লক্ষ্যে মেধা সম্পদ সংরক্ষণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ডিপিডিটি শুরু থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিপিডিটি'র প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদন মেধা সম্পদ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে মেধা সম্পদ বিষয়ে উৎসাহিত করবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি ডিপিডিটি'র প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের বহুল প্রচার কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্পাদিত কর্মকান্ড সম্পর্কিত **বার্ষিক প্রতিবেদন** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APA) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেধাসম্পদ সুরক্ষায় পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর অত্যন্ত গতিশীল এবং কার্যকরী একটি প্রতিষ্ঠান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা, উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এ প্রতিষ্ঠানটি সৃজনশীল কর্মের সুরক্ষায় অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে চলেছে।

মানুষের ভাবনাপ্রসূত এ 'মেধাসম্পদ' এখন বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপব একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে তেমনিভাবে মেধাসম্পদ সংরক্ষনের মাধ্যমে তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক সকল মেধাসম্পদ আইনের মানদিন্ড অনুসরণ করে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO) এর সাথে সমানতালে কাজ করে চলেছে।

মেধাসম্পদ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ অধিদপ্তরের সকল প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় (Automation) করার কার্যক্রম চলমান আছে- যা আমাদের জন্য খুবই গর্বের বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মেধাসম্পদ বিষয়ক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর জাতীয় মেধাসম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব আহরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মতো একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক উদ্যোগ গ্রহনের জন্য আমি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জাকিয়া সুলতানা

রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব)
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়

দুটি কথা

সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে মেধাসম্পদ ব্যবহারের বিকল্প নেই। একটি জাতির উন্নত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সে জাতির সৃষ্টিশীলতার উপর। শিক্ষায়, সৃজনে, মননে, উদ্ভাবনে একটি জাতির উদ্ভাবকরা যত অগ্রগামী হবে সে জাতির উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে। কোন নতুন আবিষ্কৃত পণ্য বা পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি যা শিল্পে প্রয়োগযোগ্য অথবা যা কোন কারিগরি সমস্যার সমাধান দিতে পারে সেসব নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কারককে পেটেন্ট স্বত্ব প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তিনি পণ্যটির একচেটিয়া উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ বা বিক্রি করার সুযোগ লাভ করে থাকেন।

কোন উৎপাদিত দ্রব্যের/পণ্যের আকার, আকৃতি, উপরিতল ইত্যাদির সৌন্দর্য (aesthetic view) ও অলংকরণ (ornamentation) সংশ্লিষ্ট ডিজাইনের নিবন্ধন দেয়া হয়। কোন উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে (যথাঃ প্রতীক, চিহ্ন, উদ্ভাবিত শব্দ, নাম বা শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার, প্রতিকৃতি ইত্যাদি) ট্রেডমার্ক বা সার্ভিস মার্ক হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হয়। এছাড়া ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের (Geographical Indication) নিবন্ধন দেয়া হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ২৮৫ টি পেটেন্ট, ১৫২৩ টি ডিজাইন, ৪৬৮৩ টি ট্রেডমার্ক ও ৭টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের আবেদন মঞ্জুর করেছে যার মাধ্যমে রাজস্ব আয় হয়েছে ২৯,১৩,৪৭,০০০ (উনত্রিশ কোটি তের লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকা যা বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে যা বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য সাধারণ অর্জন। এ অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে মেধাসম্পদ একটি। এমতাবস্থায়, আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, মেধাসম্পদ এর যথাযথ সুরক্ষার মাধ্যমে দেশীয় উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে এবং সেই সাথে দেশীয় শিল্পের গতি ও রপ্তানি বাণিজ্যও বৃদ্ধি করতে হবে।

দেশের বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকরা যেন তাদের উদ্ভাবনী কার্যক্রম যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য রেজিস্ট্রারভুক্তকরণ ও অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে এ বিষয়ে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ ইতোমধ্যে সংসদে পাস হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন-২০২২ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ সংশোধন করে ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ করা হয়েছে; ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি), World Intellectual Propoerty Organization (WIPO)-এর সহযোগিতায় মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিদ্যমান সেবাসমূহ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন, বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিতকল্পে ডিপিডিটি বদ্ধপরিকর।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের বিগত এক বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি

সম্পাদনা পরিষদ

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি
রেজিস্ট্রার, (অতিরিক্ত সচিব), উপদেষ্টা

জনাব আলেয়া খাতুন
ডেপুটি রেজিস্ট্রার, (উপসচিব), আহবায়ক

জনাব কংকন চাকমা
ডেপুটি রেজিস্ট্রার, (উপসচিব), সদস্য

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সরকার
সিস্টেম এনালিষ্ট, সদস্য

জনাব মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস), সদস্য

জনাব আমিন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
সহকারী রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট), সদস্য

জনাব ফয়েজ মাহবুব চৌধুরী
এক্সামিনার (ডিজাইন), সদস্য

জনাব আবুল কাশেম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সদস্য

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট), সদস্য সচিব

সূচিপত্র

০১. অধিদপ্তর পরিচিতি	১০
০২. সাংগঠনিক কাঠামো	১২
০৩. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য	১৪
০৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	১৫
০৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	১৫
০৬. দক্ষ জনবল ও উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি	১৬
০৭. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	১৮
০৮. পেটেন্ট	১৮
০৯. ডিজাইন	২২
১০. ট্রেডমার্কস	২৫
১১. ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য	২৮
১২. আইটি ইউনিট	৩১
১৩. আর্থিক তথ্য	৪০
১৪. ফটোগ্যালারী	৪৩
১৫. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা	৫৫

অধিদপ্তর পরিচিতি

পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেধাসম্পদ সম্পর্কিত সকল দপ্তরকে একত্রিত করে একটি মেধাসম্পদ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার মৌখিক নির্দেশনা দেন। তারই ধারাবহিকতায় ১৯৯৬ সালে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি অফিস একত্রিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০০৩ সালে পেটেন্ট অফিস এবং ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি অফিস একীভূত হয়ে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর গঠিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক একটি বিশেষায়িত অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মেধাসম্পদ সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। ডিপিডিটি মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান ধারাকে ত্বরান্বিত করে আন্তর্জাতিক-মানে উন্নীতকরণে বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একক দায়িত্ব পালনকারী জাতিসংঘের মেধাসম্পদ বিষয়ক সংস্থা World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহযোগিতায় কাজ করছে।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম:

এ অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হচ্ছে নতুন উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট মঞ্জুর, শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের নতুন ও মৌলিক শিল্প নকশার নিবন্ধন, শিল্পজাত পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে ট্রেডমার্কস নিবন্ধন এবং ঐতিহ্যবাহী ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহ নিবন্ধন ও সুরক্ষা করা। উক্ত কার্যক্রমসমূহ দেশী ও বিদেশী সকল ধরনের পণ্য ও সেবার জন্য প্রযোজ্য।

ভিশন

মেধাসম্পদ সুরক্ষায় বিশ্বমানের সেবা।

মিশন

মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতায় গতি আনয়নসহ কার্যকর ও যুগোপযোগী সেবা নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্য:

০১. মেধাসম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিবন্ধনপূর্ব কার্য নিষ্পত্তি;
০২. মেধাসম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন/নিবন্ধন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা;
০৩. মেধাসম্পদ বিষয়ে দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ:

০১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

০২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

০৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;

০৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;

০৫. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন;

০৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো:

বর্তমানে অধিদপ্তরের ছয়টি উইং/ইউনিট রয়েছে:

০১। অর্থ ও প্রশাসন উইং

০২। পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং

০৩। ট্রেডমার্কস ইউনিট

০৪। ডব্লিউ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী উইং

০৫। ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট (নব গঠিত- সাংগাঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি)

০৬। আইটি ইউনিট (সাংগাঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি)

ডিপিডিটি'র আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

এ অধিদপ্তরে ১৯১১ সালে প্রণীত 'PATENTS AND DESIGNS ACT, 1911' এর আধুনিকায়নপূর্বক 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২' মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রেডমার্কস আইন, ১৯৪০ ও ট্রেডমার্কস বিধি, ১৯৬৩ সংশোধন ও আধুনিকায়নপূর্বক ট্রেডমার্কস আইন, ২০০৯ এবং ট্রেডমার্কস বিধি, ২০১৫; ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। এসকল আইন ও বিধি সমূহ কার্যকর হওয়ায় মেধা সম্পদ বিষয়ে সেবা প্রদান সহজতর হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পনকশা আইন, ২০২২ এর খসড়া মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আইন, ২০১৩ ও বিধিমালা, ২০১৫ কার্যকর হওয়ায় ভৌগোলিক পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানা স্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে এই পণ্যসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক সূচকে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

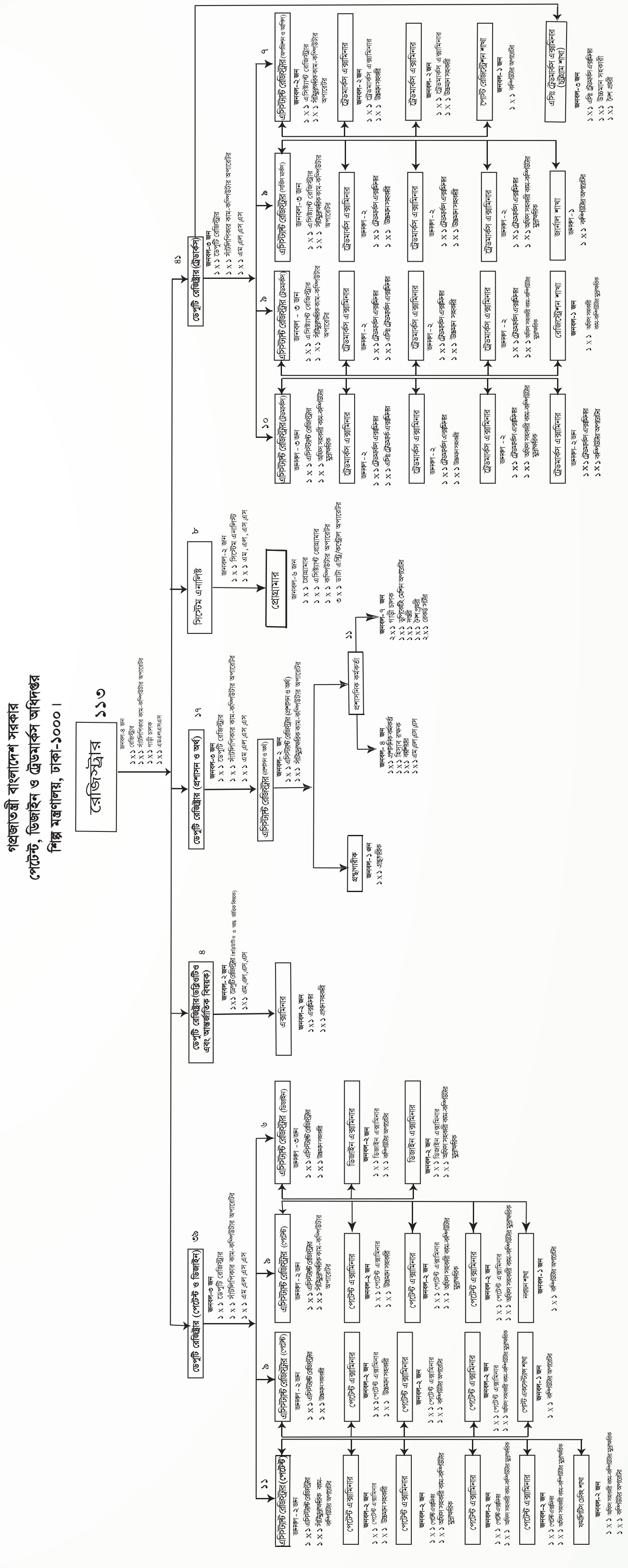

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০।
রেজিস্ট্রার

মেধাসম্পদ বিষয়ক আবেদন ও নিবন্ধন:

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য: **মোট আবেদন-৩৯ টি**		**মন্তব্য**
রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে	১০ টি	জামদানি, বাংলাদেশ ইলিশ, চাপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম, বিজয়পুরের সাদা মাটি, দিনাজপুরের কাটারীভোগ, বাংলাদেশ কালিজিরা, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহী সিল্ক, ঢাকাই মসলিন ও বাংলাদেশ বাগদা চিংড়ি।
জার্নালে পাবলিশের জন্য অপেক্ষমান	১ টি	রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফজলি আম,
কার্যক্রম চলমান রয়েছে	২৮ টি	পর্যায়ক্রমে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

আবেদনের প্রকার	আবেদন গ্রহণ	নিবন্ধন/মঞ্জুর	পরিত্যক্ত/ প্রত্যাখ্যানকৃত	পেন্ডিং/ মেইলবক্স	কার্যক্রম চলমান
পেটেন্ট	১১৮৮৭	৬২৫৮	৩৯২৫	১৩৪০	২১৩
ডিজাইন	৩১৬৭৮	২০৪২০	১০১৬৯	৪৯৬	৬৫৩
ট্রেডমার্ক	২৯৩১৬০	৬২৬০৯	১৮২৭১২	৪০০৮	৪২৭৫০
মোট=	৩৩৬৭২৫	৮৯২৮৭	১৯৬৮০৬	৫৮৪৪	৪৩৬১৬

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহিত কার্যক্রম

(ক) গৃহিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মাস্ক, জীবানুনাশক ও হ্যান্ড সেনিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে;

(খ) কর্মস্থলের প্রতিটি জায়গায় নিয়মিতভাবে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে;

(গ) সেবা প্রত্যাশীদের আগমন নিরুৎসাহিত করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং টেলিফোন/মোবাইলে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

উত্তম চর্চা

১। জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ:

(ক) বিধি-বিধান সম্পর্কিত: সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের চাকরির শুরুতে আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয় ও উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(খ) আইসিটি সম্পর্কিত: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) স্যোশাল মিডিয়া সেবা: Facebook এর মাধ্যমে স্টেক হোল্ডারদের IP বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়।

(ঘ) প্রতি বুধবার পেটেন্ট আবেদন বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়।

২। কর্মসম্পাদন:

(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়ক সভা: অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য একাধিকবার চিঠি প্রত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে কালক্ষেপন না করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক সভার প্রচলন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) আইসিটি এর ব্যাপক ব্যবহার: দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে ও শাখায় একটি করে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। এক শাখা থেকে অন্য শাখায় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সকল পিসিকে LAN এর আওতায় আনার মধ্য দিয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে।

(গ) Online filling system- এর ব্যবহার: Online filling system চালু থাকার কারণে যে কোন ব্যক্তি online এর মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া দ্রুতভাবে দাখিল করতে পারে।

৩। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অফিস অটোমেশন: অত্র অফিসের অধিকাংশ কার্যক্রম IPAS অটোমেশনের মাধ্যমে দ্রুতভাবে সম্পাদন করা হয়।

৪। অদিপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগপূর্ব পুলিশ ভেরিফিকেশনের ভিত্তিতে তাদের আবেদন সাপেক্ষে নিজ নিজ পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি পত্র জারীকরণপূর্বক সংস্থা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

৫। ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ: নথি-পত্রাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল ফাইল নম্বর প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে নথিসমূহ সংরক্ষণ সহজতর হয়েছে।

৬। অত্র অধিদপ্তরে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিত নিশ্চিতকল্পে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে।

৭। পুরষ্কার প্রদান: এ দপ্তরে কর্মরত সদস্যের মধ্যে যে সকল সদস্য ভাল কাজ করে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সৃজনশীল চিন্তাপ্রসূত কর্মকান্ড সম্পাদনে উৎসাহ দেয়া হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
২	৩	৪
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস-এর অনলাইন আবেদনে ই-পেমেন্টের জন্য এ-চালান যুক্তকরণ।	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস-এর অনলাইন আবেদনে এ-চালান যুক্ত করে আবেদনকারীগণকে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান।	(ক) ই-চালান হতে এ-চালানে উন্নীতকরণ হয়েছে। (খ) আবেদনকারীগণকে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। (গ) গ্রাহকগণের পেমেন্ট প্রদান স্বচ্ছ ও সহজতর হয়েছে। (ঘ) রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদনসূচক (Performance Indicators)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ক্রাইটেরিয়া মান অসাধারণ ১০০%)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকৃত অর্জন ও শতকরা হার	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মেধাসম্পদ সুরক্ষা	[৪.৪] পেটেন্ট আবেদন নিষ্পত্তি	[৪.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	%	৭২	৮১.১৯%	
	[৪.৪] ডিজাইন আবেদন নিষ্পত্তি	[৪.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	%	৭২	৭৬.৯১%	
	[৪.৪] ট্রেডমার্কস আবেদন নিষ্পত্তি	[৪.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	%	৭২	৬৭.৫৯%	
	[৪.৪] ট্রেডমার্কস নবায়ন	[৪.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত নবায়ন আবেদন	%	৫০	৬৪.৫০%	

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন চুচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	০৪	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০৪
নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	০৬	%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০%
সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহনের সংখ্যা	০২	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০২
শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	০২	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০২
কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি	০২	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	০২	%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০%
যথাসময়ে পেনশন সংক্রান্ত নিষ্পত্তি ও পি আর এল ছুটি মঞ্জুর	০৪	%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০%
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	০৪	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০৪
অনলাইনে ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস দরখাস্ত গ্রহন	০৪	%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০%

দক্ষ জনবল ও উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার ডিপিডিটি'র নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপনের লক্ষ্যে আগারগাঁও এ ০.২১ একর (একুশ শতাংশ) জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। ডিপিডিটি'র নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের সাংগঠানিক কাঠামো সংশোধনের মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ১১২ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠানিক কাঠামোর অতিরিক্ত ২২৬ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠানিক কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি অধিকতর সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবসম্পন্ন ও যুগোপযোগী করার কাজ চলমান আছে।

কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিকরণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪.০৮.২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এর প্রেক্ষিতে বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাসে সংযুক্ত ডাটাবেজ ও সফটওয়্যার ভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের (Linked Database along with Software based Automation) মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে উক্ত বিষয়ে গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাটাবেজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের (Linked Database along with Software based Automation) মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

জনবল

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ			শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
	পুরুষ	নারী	মোট পুরণকৃত পদ			
১১২	৫৮	১১	৬৯	৪৩	০২	

শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/সংস্থা প্রধানের পদ	যুগ্মসচিব পরিচালকের পদ	গ্রেড ১-৯	গ্রেড ১০-১৩	গ্রেড ১৪-১৮	গ্রেড ১৯-২০	মোট	মন্তব্য
০১	০	১৫	০৫	১৬	০৬	৪৩	

২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিয়োগ

অর্থবছর	গ্রেড ভিত্তিক নিয়োগ								মোট		সর্বমোট
	২-৯		১০-১৩		১৪-১৮		১৯-২০				
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
২০২১-২০২২	০	০	০২	১	০৪	০৩	০১	০	০৭	০৪	১১

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অধিকারের মেয়াদঃ

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অধিকারের মেয়াদ সাধারণত সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২৫ বছর। এই মেয়াদ কখনো কখনো কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকে এবং মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মালিককে নিবন্ধন নবায়ন করতে হয়।

আমাদের দেশে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধনের পর সাধারণত ৫ বছরের জন্য ডিজাইন সুরক্ষিত থাকে, পরবর্তী সময়ে আরো ১০ বছর নবায়ন করার সুযোগ থাকে।

ট্রেডমার্ক

উৎপাদনকারী পণ্য বাজারজাত করার সময় অন্য উৎপাদনকারীদের অনুরূপ পণ্য থেকে নিজ পন্যকে পৃথক করার জন্য স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্ন/প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। এসব প্রতীকই ট্রেডমার্ক (Trademark)। বর্ণ, বর্ণের সমষ্টি, শব্দ, স্লোগান, সংখ্যা, রং, জ্যামিতিক ফিগার, যে কোন বস্তু বা প্রানীর ছবি (Figurerative elements) বা এসবের সমন্বয় ট্রেডমার্ক হতে পারে। সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ট্রেডমার্ককে সার্ভিস মার্ক (Service mark) বলা হয়।

ট্রেডমার্কের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার

ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন তার মালিককে মার্কটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে। এ অধিকার লঙ্ঘন দন্ডনীয় অপরাধ। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন একদিকে যেমন পন্যেন উৎপাদনকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে অপর দিকে তেমন বিভ্রান্তিকর প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় ক্রেতা সাধারণের স্বার্থও সংরক্ষণ করে। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পুন:পুন: নবায়ন করা যায়। অন্যান্য মেধাসম্পদ (Intellectual Property) থেকে ট্রেডমার্কের এটি একটি বড় পার্থক্য। তবে অন্যান্য মেধাসম্পদের মত ট্রেডমার্ক হস্তান্তর করা যায়, ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেয়া যায়।

ট্রেডমার্কের উদ্দেশ্য

ট্রেডমার্ক এর প্রধান কাজ হচ্ছে ভোক্তাকে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির পণ্য শনাক্ত (সেটা পণ্য বা সেবা) করতে সহায়তা করা, যেন সে অন্যান্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ করা হুবহু বা একই ধরনের পন্যগুলো থেকে সেটা আলাদা করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর সন্তুষ্ট ভোক্তা ভবিষ্যতে আবারো ঐ পণ্য কিনতে বা ব্যবহার করতে আগ্রহী থাকে। এ কারণে তাদের, হুবহু বা একই ধরনের পণ্য থেকে সেগুলো সহজে আলাদা করার প্রয়োজন হয়। ট্রেডমার্ক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে কোম্পানিগুলোকে তাদের নিজেদের নাম ও পণ্যগুলো আলাদা করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং কোম্পানির ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং কৌশলের নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, ভোক্তার চোখে কোম্পানির পণ্যের ভাবমূর্তি ও সুনাম সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের উপকারিতা

ট্রেডমার্ক নিবন্ধন কোম্পানিকে একই নামে বা বিভ্রান্তিকরভাবে একই মার্কা হুবহু বা কাছাকাছি মানের পণ্য বিপণনে অন্যান্য কোম্পানিকে প্রতিহত করার একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে। ট্রেডমার্ক কোম্পানির ভাবমূর্তি ও সুনাম সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি

বাংলাদেশে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ ও ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ এবং ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া, Paris Convention, TRIPS, WIPO Convention, NICE Agreement অনুসরণ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট দেশী বিদেশী ট্রেডমার্ক সার্টিফিকেট প্রদানের তথ্যঃ

মাস	দেশী সনদ	বিদেশী সনদ	মোট সনদ প্রদান
জুলাই ২০২১	৫	১৮০	১৮৫
আগষ্ট ২০২১	২১	৩০৯	৩৩০
সেপ্টেম্বর ২০২১	৮২	৪২৫	৫০৭
অক্টোবর ২০২১	৯৬	৩৭৯	৪৭৫
নভেম্বর ২০২১	৮৪	৩৯৬	৪৮০
ডিসেম্বর ২০২১	৮৫	৩৯৩	৪৭৮
জানুয়ারী ২০২১	৯৮	৩৮৪	৪৮২
ফেব্রুয়ারী ২০২১	৬২	১৭৪	২৩৬
মার্চ ২০২১	১০২	২৮০	৩৮৮
এপ্রিল ২০২১	৪৩	৩০৯	৩৫২
মে ২০২১	৬২	৩০১	৩৬৩
জুন ২০২১	১০৩	৩০৪	৪০৭
মোট	**৮৪৩**	**৩৮৪০**	**৪৬৮৩**

১৯৭১ সাল থেকে ৩০শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৬৭৯১১ টি ট্রেডমার্ক সনদ প্রদান করা হয়েছে। একটি ট্রেডমার্ক সনদ প্রথমত ৭ (সাত) বছরের জন্য দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১০ (দশ) বছর অন্তর অন্তর আজীবন নবায়নের সুযোগ রয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরের জার্নাল প্রকাশের বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো (২০১৭ হতে ২০২১ ইং পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	সংখ্যা	জার্নাল নং
০১	৮৯২	২৮৮
০২	৮১০	২৮৯
০৩	৭০৯	২৯০
০৪	১২২৮	২৯১
০৫	৯৫৩	২৯২
০৬	৬৩৯	২৯৩
০৭	৭৩২	২৯৪
০৮	৯২০	২৯৫
০৯	৯৩৮	২৯৬
১০	১১৯২	২৯৭
১১	১১৬৬	২৯৮
১২	৪৫৪	২৯৯
১৩	৭৫৫	৩০০
১৪	৮০৪	৩০১
১৫	৬৪৩	৩০২
১৬	৬৯৫	৩০৩

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জার্নাল প্রকাশের বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	আবেদন সংখ্যা	জার্নাল নং
০১	৫৩৫	৩০৪
০২	৯০৫	৩০৫
০৩	৮০৮	৩০৬
০৪	৭৬০	৩০৭
০৫	৮৪৬	৩০৮
০৬	৫৪৪	৩০৯
০৭	৫৮০	৩১০
০৮	৬৭৭	৩১১

নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের নবায়ন

যে কোন ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের মেয়াদ আবেদন দাখিলের তারিখ হতে ৭ (সাত) বছর। উক্ত মেয়াদ অথবা, ক্ষেত্রমত, সর্বশেষ নবায়নের মেয়াদ অতিক্রান্তের পূর্বে নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের নিবন্ধনের মেয়াদ শেষের তারিখ হতে ১০ (দশ) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। নিবন্ধিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, নিবন্ধক ট্রেডমার্কের নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারীর বরাবরে মেয়াদ শেষের তারিখ, ফি প্রদানের শর্তাবলী ও নিবন্ধন লাভের শর্তাবলী উল্লেখ করে নোটিশ পাঠাবেন এবং এতদুদ্দেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে, নিবন্ধক উক্ত ট্রেডমার্ক নিবন্ধক বহি হতে (remove) কর্তন করতে পারবেন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত নবায়নের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	নবায়নের সংখ্যা
১.	জুলাই ২০২১	১০২
২.	আগষ্ট ২০২১	৪৮৪
৩.	সেপ্টেম্বর ২০২১	৬০৩
৪.	অক্টোবর ২০২১	৬০৮
৫.	নভেম্বর ২০২১	৬৬২
৬.	ডিসেম্বর ২০২১	৬৪২
৭	জানুয়ারী ২০২১	৬৪৯
৮.	ফেব্রুয়ারী ২০২১	৬৯২
৯.	মার্চ ২০২১	৬০৪
১০.	এপ্রিল ২০২১	৬২৪
১১.	মে ২০২১	৬০৯
১২.	জুন ২০২১	৭৩৮
	মোট	**৭০১৭**

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অব গুডস বা জি আই) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৫ প্রণীত হয়। এরপর পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)-এ জি আই ইউনিট যাত্রা শুরু করে। শুরুতে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পণ্য সম্পর্কিত বিষয়ে জেলায় জেলায় সেমিনার করে, জেলা প্রশাসক, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় একটি সম্ভাব্য জি আই পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এরপর পণ্য উৎপাদনকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনকারীগণের সমিতির মাধ্যমে আবেদন জমা হতে থাকে।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হওয়ার শর্তঃ

- পণ্যটি কৃষিজাত বা প্রকৃতিজাত অথবা প্রস্তুতকৃত পণ্য হতে হবে
- পণ্যটির বিশেষ গুণাগুন, সুনাম বা অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আবশ্যিকভাবে তার ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থলের উপর নির্ভরশীল হবে।
- পণ্যটি যদি প্রস্তুতকৃত পণ্য হয়, তাহলে প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার যেকোন একটি ধাপ সেই নির্দিষ্ট ভূখন্ড, অঞ্চল বা এলাকায় সম্পন্ন হতে হবে।

কে আবেদন করতে পারবেঃ

পণ্য উৎপাদনকারী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী আইনের অধীন গঠিত বা নিবন্ধিত সমিতি, সংগঠন, সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

অনুমোদিত ব্যবহারকারীঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদনকারী, আহরণকারী, প্রস্তুতকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যক্তি অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন।

নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মেয়াদঃ

আইনের অধীন বাতিল বা অন্যভাবে বাতিল না হলে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন বৈধ থাকবে।

বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি (সনদ প্রাপ্তিঃ ২৪ এপ্রিল ২০২২)

বাঘের মতই ব্লাক টাইগার চিংড়ির শরীরের পেছন দিকে ও লেজে কালো ও সাদা ডোরা কাটা। এটি কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে সুন্দরবনের আকর্ষণীয় ও বিশ্বখ্যাত বেঙ্গল টাইগারেরও আবাসভূমি এবং এই চিংড়ি প্রজাতির জনপ্রিয় সকল সদস্যের (জায়ান্ট টাইগার চিংড়ি, বাক টাইগার চিংড়ি, এশিয়ান টাইগার চিংড়ি) নামে বাঘের নামটি আছে। আগ্রহের বিষয় হচ্ছে, বাঘের সাথে এই

সাদৃশ্যের বিষয়টি এদের বাংলা নামেও আছে। এই প্রজাতির চিংড়ির বাংলা নামটি হচ্ছে “বাগদা” এবং Tiger এর প্রতিশব্দও বাঘ। অবশ্য সতীশ চন্দ্র মিত্রসহ বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক অনুমান করেছেন যে বাগদা নামটি এসেছে বাগদি থেকে। এই অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে এদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী তথা মৎস্যজীবীদের জীবনে বাক টাইগার চিংড়ির সুদীর্ঘকাল থেকে গুরুত্বেরই ইঙ্গিতবাহী। এ অনুমান সত্য হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে, কারণ হান্টারও বাগদি নামে এই উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মৎস্যজীবী একটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে বাক টাইগার চিংড়ির উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক ও রপ্তানীমুখী একটি কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। চিংড়ি চাষের এলাকাও বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হত, ১৯৯৫-৯৬ সালে এ এলাকা বেড়ে ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর এবং ২০১৫-১৬ সালে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে উৎপাদিত বাক টাইগার চিংড়ির পরিমাণ ছিল ২২২০ মেট্রিকটন, ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৭০০০ মেট্রিকটন, ২০১৬-১৭ সালে ৬৮,৩০৬ মেট্রিকটন।

সকল ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যঃ

জামদানি শাড়ী

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)।
নিবন্ধিত : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

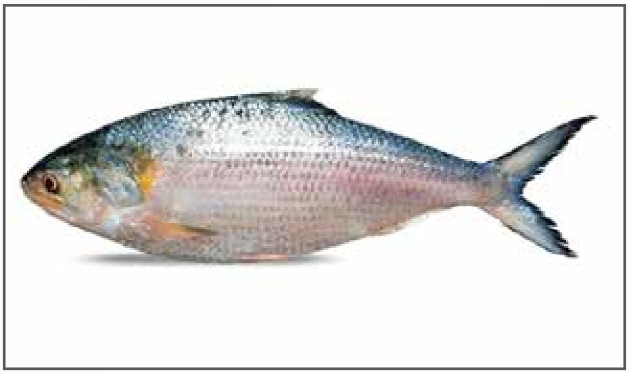

ইলিশ

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান: মৎস্য অধিদপ্তর।
নিবন্ধিত : ১৩ নভেম্বর ২০১৬

চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
নিবন্ধিত হয় : ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিজয়পুরের সাদা মাটি

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা।
নিবন্ধিত হয় : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

দিনাজপুর কাটারীভোগ

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
নিবন্ধিত : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাংলাদেশ কালিজিরা

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান :বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
নিবন্ধিত : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

রংপুরের শতরঞ্জি

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।
নিবন্ধিত : ১১ জুলাই ২০১৯

রাজশাহী সিল্ক।

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড।
নিবন্ধিত : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ঢাকাই মসলিন

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।
নিবন্ধিত : ২ জানুয়ারি ২০১৮

বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি

আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
নিবন্ধিত : ৪ জুলাই ২০১৯

আইটি ইউনিট

প্রতিষ্ঠাঃ

আইটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে এবং জনবল নিয়োগের পরে কার্যক্রম শুরু হয় ২০১১ সালে। অনুমোদিত ০৭ (সাত) জনবল বিশিষ্ট আইটি ইউনিটের ০৫ জন ইতোমধ্যে কাজে যোগদান করেছেন।

কার্যপরিধিঃ

মেধাসম্পদ (শিল্প সম্পদ) সুরক্ষায় নতুন নতুন আবিস্কারের পেটেন্ট মঞ্জুর করা, ডিজাইন সত্ত্ব মঞ্জুর, পণ্যের সুরক্ষায় ট্রেডমার্ক ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন করা।

আইসিটি কার্যক্রমের বিকাশঃ

জুলাই- ২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে WIPO (World Intellectual Property Organization) এবং EU (European Union) –এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় “Intellectual Property Rights (IPRs) Project” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আইসিটি কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় (০৪)চারটি কম্পিউটার, (০১) একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, একটি ফ্যাক্স মেশিন প্রদান করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ৮০ টি নোড সমৃদ্ধ একটি ল্যান নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয় এবং ২৫৬ kbps গতি সম্বলিত একটি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়।

বর্তমান আইসিটি বিষয়ক সরঞ্জামাদিঃ

বর্তমানে এই অধিদপ্তরে দু'টি ল্যাপটপ কম্পিউটারসহ সর্বমোট ৭০ টি কম্পিউটার, ৫৭ টি প্রিন্টার ও ২৭ টি স্ক্যানার রয়েছে এবং সবগুলো সচল অবস্থায় আছে। ডিপিডিটি-তে ০৩ (তিন)-টি (আধুনিক) মানের সার্ভার আছে। বর্তমানে ২৫০টি নোড সমৃদ্ধ একটি ল্যান নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে। এই অধিদপ্তরে ৫০ Mbps গতি সম্বলিত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ বিদ্যমান আছে। বিদ্যমান ৭০ টি কম্পিউটার ল্যান নেটওয়ার্কের আওতায় আছে এবং সবগুলোতেই ইন্টারনেট সংযোগ চালু আছে। এছাড়াও ইন্টারকম হিসেবে ব্যবহারের জন্য রয়েছে ৫০ টি আইপি ফোন।

ডিপিডিটি'র আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম ও ই-সেবাসমূহঃ

- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস- এর সব ধরণের আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।
- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস- এর আবেদন ফি সংক্রান্ত তথ্য তালিকা আকারে ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।
- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিসমূহ নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে।
- এছাড়া যোগাযোগের জন্য কর্মকর্তাদের ছবি ও টেলিফোন নম্বরসহ ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।
- মেধা সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি এবং এবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।
- এছাড়াও মেধা সম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনারের তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে দেয়া হয়।
- ওয়েবসাইট উন্নয়ন ও হালনাগাদকরণের ধারা অব্যাহত আছে।
- সিটিজেন চার্টার অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা অনুসরণ করা হচ্ছে।
- সব উম্মুক্ত দরপত্র অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ই-জিপিতেও দরপত্র প্রকাশ করা হয়।
- ডিপিডিটি -২০১২ হতে “বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস” উদযাপন উপলক্ষে এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করে আসছে। এছাড়া প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।
- ফেসবুকে https://www.facebook.com/dpdt.gov.bd -এই ঠিকানায় এ অধিদপ্তরের একটি পেইজ খোলা হয়েছে। এখানেও সেবা বিষয়ক তথ্য দেয়া হচ্ছে এবং উপস্থিত প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়।

- এ অধিদপ্তরের জন্য IPRs-and-DPDT নামে একটি YouTube Channel খোলা হয়েছে। এখানে এ অধিদপ্তরের সকল ধরণের ভিডিও টিউটোরিয়ালসহ অধিদপ্তর সম্পর্কিত অন্যান্য ভিডিও প্রচার করা হয়।
- বিভিন্ন সময়ে মেধাসম্পদ বিষয়ক সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভা, সেমিনারে বিভিন্ন পর্যায়ের
- সরকারী, বেসসরকারী এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন এবং জনগণকে মেধা সম্পদ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়।
  অত্র অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের ইমেইল ঠিকানা খোলা হয়েছে এবং ফাইল শেয়ারিং এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রুপ মেইলের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার মাধ্যমে সভার নোটিশ, সভার কার্যবিবরনী ইত্যাদি সহজে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া ইমেইল ঠিকানা এবং ফাইল শেয়ারিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।
- ডিপিডিটি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- ডিপিডিটি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যারা কম্পিউটার এবং এ সম্পর্কিত কাজের সাথে জড়িত তাদের সবাইকে আইটি ইউনিট-এর মাধ্যমে অভ্র কী বোর্ড ও নিকস ফন্ট ব্যবহার করতে নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

আইটি ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম ও কার্যপরিধিঃ

১. এ অধিদপ্তরের ব্যবহৃত সার্ভার এবং কম্পিউটারগুলোকে সচল রাখা।
২. অধিদপ্তরের ব্যবহৃত কম্পিউটারে এন্টিভাইরাস সংযোজন এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া চিহ্নিতকরণপূর্বক সমস্যা সমাধান।
৩. IPAS এর মাধ্যমে Patent, Design & Trademarks Renewal-এর Workflow Update এর কার্যক্রম।
৪. Internet Bandwidth Controlling ও Monitoring -এর সমস্ত কার্যক্রম।
৫. IPAS বিষয়ে পরীক্ষকগণকে সমাধানযোগ্য সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা করা।
৬. জার্নাল, সার্টিফিকেট ও বিভিন্ন ধরনের ফরম তৈরীতে এবং IPAS Software বিষয়ক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ ও সমাধান।
৭. বাংলা ও ইংরেজী ভার্সনে নিয়মিত ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ।
৮. ডাটা এন্ট্রি এবং অটোমেশনের কাজ সহজিকীকরণের জন্য সার্ভার ও ডাটাবেজের ফাইন টিউনিং।
৯. ডিপিডিটি ও আইটি ইউনিটের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহারে সহায়তা করা।
১০. ডাটাবেজ ব্যাকআপ ও ব্যবস্থাপনা।
১১. LAN -নেটওয়ার্ক মনিটরিং, টিউনিং, নতুন সংযোগ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষন করা।
১২. ডিপিডিটি'র কর্মকর্তাদের দেশী এবং বিদেশী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ আপডেট রাখা।
১৩. ডিপিডিটি'র ফেসবুক পেইজ (https://www.facebook.com/dpdt.gov.bd/) আপডেট রাখা।
১৪. পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস ও জিআই-এর আবেদনসমূহের ডাটা ক্যাপচারিং তদারকি এবং হালনাগাদকরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পদোন্নতি

অর্থবছর	গ্রেড ভিত্তিক নিয়োগ								মোট		সর্বমোট
	২-৯		১০-১৩		১৪-১৮		১৯-২০				
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
২০২১-২০২২	০	০	০	০	০১	০	০	০	০১	০	০১

অবসর গ্রহণ

অর্থবছর	গ্রেড ভিত্তিক নিয়োগ								মোট		সর্বমোট (১১+১২)
	২-৯		১০-১৩		১৪-১৮		১৯-২০				
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
২০২১-২০২২	০	০	০১	০	০২	০	০১	০	০৪	০	০৪

প্রশিক্ষণ (দেশে/বিদেশে)

দপ্তর/সংস্থা		ইনহাউজ প্রশিক্ষণকর্মসূচি			দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণকর্মসূচি			বিদেশে প্রশিক্ষণকর্মসূচি		
	গ্রেড	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	১-৯	১৩	২৪৭		৮	১৯				
	১০-১৩	১৭	১০৩							
	১৪-২০	৬	৬৬		১	১				

২০২১-২০২২ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পুরস্কার/অ্যাওয়ার্ড প্রদান

বছর	পুরস্কারের নাম	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রদানের তারিখ	পুরস্কারের সংখ্যা	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম
২০২১-২০২২	পুরস্কার		৩০/০৫/২০২২	০১	(ক) জনাব আলেয়া খাতুন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উপ সচিব) (খ) জনাব খন্দকার আব্দুল কাদের, উচ্চমান সহকারী (গ) জনাব জালাল উদ্দীন শেখ, দপ্তরী

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট

বাজেট বরাদ্দ	বাজেট বাস্তবায়িত
৭ কোটি ২৪ লক্ষ ১৯ হাজার	৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৪১ হাজার

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বায়

আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	আয়
২৫ কোটি ৮৫ লক্ষ	২৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- মেধাসম্পদ সেবাসমূহের সম্পূর্ণ অটোমেশন
- শেখ রাসেল মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা
- দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- মেধাসম্পদ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং আইপি একাডেমি প্রতিষ্ঠা
- মেধাসম্পদ অফিসের নতুন নামকরণ
- জনবলের স্বল্পতা নিরসনের লক্ষ্যে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন
- পেটেন্ট কো-অপারেশন ট্রিটি ও মাদ্রিদ প্রটোকলে যোগদানের উদ্যোগ গ্রহণ

চ্যালেঞ্জসমূহ

- বিশ্বমানের সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগীতার সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে মেধাসম্পদ বিষয়ক সেবার মান যুগোপযোগীকরণ;
- পেটেন্ট বিষয়ক Patent Cooperation Treaty (PCT)-তে স্বাক্ষর;
- ট্রেডমার্ক বিষয়ক Madrid Protocol-এ স্বাক্ষর;
- নিজস্ব ভবন নির্মাণ;
- অনিষ্পন্ন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিকরণ;

পেটেন্ট

পেটেন্ট হচ্ছে সরকার কর্তৃক কোন উদ্ভাবককে তার নতুন কোন উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিরঙ্কুশ বা একচ্ছত্র স্বত্বাধিকার (Exclusive Rights) প্রদান করা। প্রযুক্তির যে কোন ক্ষেত্রে (In any field of Technology) পেটেন্ট হচ্ছে কোনো কারিগরী সমস্যার নতুন কোন কারিগরী বা কৌশলী সমাধানজনিত উদ্ভাবন (Invention), যার শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা (Industrial Applicability) রয়েছে। এরূপ উদ্ভাবন হতে পারে কোন নতুন যন্ত্র বা পণ্য (Product) বা উৎপাদনের নতুন কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া (Process) অথবা একটি জ্ঞাতপূর্ব পণ্য বা পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত বা বর্ধিত সংযোজনী।

পেটেন্টযোগ্য উদ্ভাবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রযুক্তির যে কোন ক্ষেত্রে (In any field of Technology) যে কোন পণ্য (Product) বা প্রক্রিয়ার (Process) উদ্ভাবনই (Invention) পেটেন্টযোগ্য হবে যদি ঐ উদ্ভাবনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান থাকেঃ

ক) নতুনত্ব (Novelty);
খ) উদ্ভাবনের ধাপ (Inventive Step);
গ) শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা (Industrial Applicability);

ক) নতুনত্ব (Novelty)

কোন উদ্ভাবনে নতুনত্ব আছে বলে বিবেচিত হবে যদি দাবিকৃত উদ্ভাবনটি পেটেন্ট দরখাস্ত দাখিলের পূর্বে বিশ্বের কোথাও বা কোন স্থানে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া বা অন্য কোনভাবে প্রকাশিত বা ব্যবহৃত না হয়ে থাকে।

খ) উদ্ভাবনের ধাপ (Inventive Step)

উদ্ভাবনের ধাপ বলতে সাধারণত বুঝায়, কোন উদ্ভাবনের বিষয় যাতে বিদ্যমান জ্ঞান ভান্ডারের তুলনায় কারিগরি অত্যাধুনিকতা/অগ্রশী-লতা (Technological Advancement) এবং আর্থিক সুবিধা/তাৎপর্য (Financial Advantages) অথবা উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে যা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী কোন ব্যক্তির নিকট আদৌ অজানা।

গ) শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা (Industrial Applicability)

নতুন কোন উদ্ভাবন শিল্পে প্রয়োগযোগ্য কিনা তা বিবেচিত হবে যদি উহা কোন শিল্পের জন্য প্রস্তুত হয় অথবা ব্যবহৃত হয়। 'শিল্প" শব্দটি ইহার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হবে, যেমন- মানুষকে যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা যে কোন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে সক্ষম বিশেষত হস্তশিল্প, কৃষি, মৎস্য ও সেবা সংক্রান্ত সকল কিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার শর্তে পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়। অর্থাৎ উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়ার শর্তে উদ্ভাবনটি সুরক্ষা দেয়া হয়ে থাকে।

পেটেন্ট সুরক্ষা বহির্ভূত বিষয়াদি

নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পেটেন্ট সংরক্ষণের আওতা বহির্ভূত হবে-

(ক) আবিষ্কার (Discoveries), বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, গাণিতিক পদ্ধতি;

(খ) ব্যবসায়-পদ্ধতি, সম্পূর্ণভাবে মানসিক কার্য সম্পাদনের বা খেলাধূলার নিয়মাবলী বা পদ্ধতি এবং এইরূপ কোনও কম্পিউটার প্রোগ্রাম;

(গ) সার্জারি বা থেরাপির মাধ্যমে মানবদেহ বা প্রাণির (Animals) চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মানবদেহ বা প্রাণির (Animals) রোগ নির্ণয় পদ্ধতি; তবে এই বিধান উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা পণ্যের (device or kit) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) প্রাকৃতিক বস্তু, এমনকি যদি উহা শোধিত, কৃত্রিমভাবে রূপান্তরিত বা অন্য কোনভাবে প্রকৃতি হতে পৃথক করা হয়, তবে এই বিধান উক্ত প্রাকৃতিক বস্তুকে উহাদের স্বাভাবিক পরিবেশ হতে পৃথক করার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না;

(ঙ) পরিচিত বস্তু যার জন্য একটি নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করা হয়েছে;

(চ) মাইক্রো-অর্গানিজম ব্যতীত উদ্ভিদ ও প্রাণি, উহাদের অংশ এবং অজৈব ও মাইক্রো বায়োলোজিকাল প্রক্রিয়া ব্যতীত, উদ্ভিদ বা প্রাণির ও উহাদের অংশ উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় জৈবিক প্রক্রিয়া;

(ছ) জনশৃংখলা ও নৈতিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যবহার রোধ করা প্রয়োজন এইরূপ উদ্ভাবনসমূহ; তবে উক্ত উদ্ভাবনের ব্যবহার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবল এই কারণে উহা বর্জন করা যাবে না;

(জ) কোন উদ্ভাবন যা অসার বা তুচ্ছ বস্তু অথবা এমন কোনও প্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠিত এবং স্পষ্টত প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থি;

(ঝ) সাধারণ সংমিশ্রনের মাধ্যমে পাওয়া কোন পদার্থ বা বস্তু যাতে শুধুমাত্র উপাদানসমূহের গুণাগুণের সমষ্টি বিদ্যমান থাকে অথবা এইরূপ পদার্থ বা বস্তু উৎপাদনের কোন প্রক্রিয়া;

(ঞ) জানা একাধিক কোন উদ্ভাবনের সুবিন্যাস করা বা পুনরুৎপাদন করা যা সাজানোর পূর্বে উহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে কার্যরত থাকে;

(ট) কৃষি বা উদ্যান পালন পদ্ধতি;

(ঠ) সাহিত্য, নাট্যকলা, সংগীত অথবা শিল্পিজনোচিত কর্ম অথবা কোন সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্ট কর্ম যাহাই হউক না কেন অথবা চলচ্চিত্র কর্ম এবং টেলিভিশন নাটকাদি;

(ড) কোন তথ্যের বর্ণনা;

(ঢ) Topography of integrated circuits সংক্রান্ত বর্ণনা;

(ণ) ঐতিহ্যগত জ্ঞান থেকে উদ্ভাবন অথবা ঐতিহ্যগতভাবে জানা কোন উপাদান বা উপাদানসমূহের জানা গুণাগুন এর সমন্বয়/সমষ্টি বা প্রতিরূপ;

(ত) যে উদ্ভাবনের ব্যবহার জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

(থ) জ্ঞাত কোনো বস্তু নূতন রূপে আবিষ্কার করা এবং যদি উক্ত বস্তু জ্ঞাত অভীষ্ট ফলদানে কোনো প্রকার উন্নতি করিতে সক্ষম না হয় অথবা জ্ঞাত কোনো বস্তুর কেবল নূতন গুণাগুণ অথবা নূতন ব্যবহার আবিষ্কার বা জ্ঞাত প্রক্রিয়া বা মেশিন বা যন্ত্রের কেবল নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করা যতক্ষণ না উক্তরূপ সকল জ্ঞাত প্রক্রিয়া কোনো নূতন উৎপাদন বা বিক্রিয়ায় অন্যূন একটি নূতন উপাদান তৈরি করে।

পেটেন্টের মেয়াদ

নতুন প্রণীত বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ অনুযায়ী নতুন কোন উদ্ভাবনের জন্য স্বত্বাধিকারীকে ২০ বছর মেয়াদের জন্য একচেটিয়া বা নিরঙ্কুশ এই অধিকার মঞ্জুর বা প্রদান করা হয়। ২০ বছর পর জনসাধারণের যে কেউ উদ্ভাবিত ঐ প্রযুক্তি স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যাতীত ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার উদ্ভাবনটি কেন সুরক্ষা (Protection) নেয়া উচিত

নতুন কোন উদ্ভাবনের জন্য সরকার কর্তৃক উদ্ভাবককে পেটেন্টস্বত্ব মঞ্জুর করার ফলে স্বত্বাধিকারী তার পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও বিপণন করতে পারেন এবং অন্যকেও এরূপ করার অনুমতি প্রদান করতে পারেন। পেটেন্ট স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও বিপণন করতে পারবে না।

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট

প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক পেটেন্ট বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব পেটেন্ট আইন রয়েছে, সেই আইন অনুযায়ী ঐ দেশের আবেদনসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। তবে, আন্তর্জাতিকভাবে PCT (Patent Cooperation Treaty)'র মাধ্যমে সদস্যভূক্ত ১৫৩ টি দেশের জাতীয় বা আঞ্চলিক অফিসে একটি মাত্র আবেদন দাখিল করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত এক বা একাধিক (সর্বাধিক ১৫৩টি) দেশে পেটেন্ট দরখাস্ত দাখিলের পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ পিসিটি'র সদস্য না হওয়ায় বাংলাদেশ এ সুবিধার বাইরে রয়েছে। নতুন প্রণীত পেটেন্ট আইনে বাংলাদেশের PCT তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

পেটেন্ট সুরক্ষার বিষয়টি কি আঞ্চলিক না বৈশ্বিক

যে দেশের ভূখন্ডে পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য দরখাস্ত দাখিল করা হয় কেবলমাত্র সেদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই উহা কার্যকর থাকে। অর্থাৎ পেটেন্ট সুরক্ষার বিষয়টি আঞ্চলিক। বাংলাদেশে কোন পেটেন্ট গৃহীত হলে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সীমানার মধ্যেই উহা কার্যকর থাকবে। তাই বাণিজ্যিক উদ্যেশ্যে একাধিক দেশে পেটেন্টের সুরক্ষা পেতে হলে কাঙ্খিত প্রতিটি দেশেই পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য নিয়মানুযায়ী পৃথকভাবে আবেদন দাখিল করতে হয়।

শিল্প বাণিজ্যে পেটেন্ট এর ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা আইসিটি নির্ভর, যার fuel এর যোগান দিয়ে আসছে মেধাসম্পদ। আর এই মেধাসম্পদের মধ্যে আবার পেটেন্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যুগ যুগ ধরে গবেষক ও বিজ্ঞানীগণ যে সকল নতুন নতুন উদ্ভাবন করেছেন, তা শিল্প প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন, শিল্পে উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে আজকের বৈশ্বিক উন্নতি, মানুষের স্বচ্ছলতা, টেকনোলজিক্যাল বিলাসপ্রিয় জীবন যাপন ও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। সকল latest technology যা মানব সভ্যতার নিত্য ব্যবহার্য তার প্রায় সবই পেটেন্টস্বত্ব প্রাপ্ত।

১. ২০২১-২২ অর্থ বছরের চুড়ান্ত নিস্পত্তির প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাসের নাম	চুড়ান্ত নিস্পত্তি
১.	জুলাই ২০২১	৩২
২.	আগষ্ট ২০২১	৩৩
৩.	সেপ্টেম্বর ২০২১	২৩
৪.	অক্টোবর ২০২১	১৭
৫.	নভেম্বর ২০২১	২৫
৬.	ডিসেম্বর ২০২১	১৫
৭	জানুয়ারী ২০২১	০০
৮.	ফেব্রুয়ারী ২০২১	৩২
৯.	মার্চ ২০২১	৪২
১০.	এপ্রিল ২০২১	২২
১১.	মে ২০২১	১৬
১২.	জুন ২০২১	২৮
	মোট	**২৮৫**

২. ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রদানযোগ্য সনদের নিস্পত্তি (LP প্রদান) প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রদানযোগ্য সনদের নিস্পত্তি (LP প্রদান)
১.	জুলাই ২০২১	১১
২.	আগষ্ট ২০২১	১১
৩.	সেপ্টেম্বর ২০২১	২২
৪.	অক্টোবর ২০২১	২২
৫.	নভেম্বর ২০২১	০৩
৬.	ডিসেম্বর ২০২১	০৩
৭	জানুয়ারী ২০২১	০৭
৮.	ফেব্রুয়ারী ২০২১	৫৯
৯.	মার্চ ২০২১	০০
১০.	এপ্রিল ২০২১	২৫
১১.	মে ২০২১	২০
১২.	জুন ২০২১	৩২
	মোট	**২১৫**

৩. ২০২১-২২ অর্থ বছরের সনদ নবায়নের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সনদ নবায়ন
১.	জুলাই ২০২১	০৪
২.	আগষ্ট ২০২১	২৮
৩.	সেপ্টেম্বর ২০২১	৪০
৪.	অক্টোবর ২০২১	৪২
৫.	নভেম্বর ২০২১	৩০
৬.	ডিসেম্বর ২০২১	৪৫
৭	জানুয়ারী ২০২১	৩২
৮.	ফেব্রুয়ারী ২০২১	২১
৯.	মার্চ ২০২১	২২
১০.	এপ্রিল ২০২১	২৪
১১.	মে ২০২১	৪০
১২.	জুন ২০২১	৩৬
	মোট	**৩৬৪**

৪. ২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট ০৫(পাঁচ) টি পেটেন্ট গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

ডিজাইন

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” অর্থ শিল্পোৎপাদিত কোনো পণ্যের বৈশিষ্ট্যজনিত আকৃতি, রেখা, রং ইত্যাদির অলংকরণের নান্দনিক দৃশ্যমানতা। শিল্প-নকশা শিল্পজাত পণ্যের বাহ্যিক নান্দনিক সৌন্দর্য সুরক্ষা করে উদ্ভাবকের একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণ করে।

এ ডিজাইন হতে পারে -

১. ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন
২. দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন
৩. উভয় বিশিষ্টের সমন্বিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ।

নিবন্ধন যোগ্য শিল্প-নকশাঃ

শিল্পে উৎপাদনযোগ্য বা প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন প্রযোজ্য হতে পারে। যেমনঃ

১. পণ্যের মোড়ক
২. কারিগরী ও চিকিৎসা সামগ্রী
৩. ঘড়ি অলংকার, খেলনা
৪. যানবাহন
৫. স্থাপত্য কাঠামো
৬. বস্ত্র ডিজাইন ইত্যাদি।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” ব্যবহারঃ

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” ব্যবহার বলতে নিবন্ধিত কোনো শিল্প-নকশা অঙ্গীভূত করিয়া কোনো দ্রব্য প্রস্তুত, বিক্রয়ের প্রস্তাব, বাজারে সরবরাহ বা বিক্রয় করা অথবা উক্ত সকল উদ্দেশ্যে অনুরূপ দ্রব্য আমদানি করাকে বুঝায়।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” কেন প্রয়োজন?

ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এমন একটি বিষয় যা পণ্যকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে

১.পণ্যের বাণিজ্যিক মূল্য বৃদ্ধি করে।

২. বিপণন যোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

একটি সুরক্ষিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এর মালিককে এমন একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে যাতে তৃতীয় কোন পক্ষ অবৈধভাবে নিবন্ধিত শিল্প নকশাকে নকল করতে না পারে বা অনুরূপ শিল্প নকশা ব্যবহার করতে না পারে। এ ধরনের অধিকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের স্বত্বাধিকারীকে

১. বিনিয়োগ থেকে সন্তোষজনক লভ্যাংশের নিশ্চয়তা দেয়।

২. উন্নত প্রতিযোগীতা ও সৎ বাণিজ্য রীতি প্রবর্তন করে।

৩. সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৪. অধিকতর দৃষ্টিনন্দন পণ্য প্রবর্তনের মাধ্যমে ভোক্তাকে লাভবান করে।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” সুরক্ষার মাধ্যমে কোন অধিকারগুলো প্রদান হয়?

নিবন্ধনের মাধ্যমে যখন একটি ডিজাইন সুরক্ষিত থাকে, তখন এর মালিক বা স্বত্বাধিকারী তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে সেই ডিজাইনের নকল বা অনুরূপ ডিজাইন ব্যবহার প্রতিহত করার অধিকার লাভ করেন। এর মধ্যে রয়েছে অন্য সবাইকে ঐ ডিজাইন সংবলিত অথবা ঐ ডিজাইন প্রয়োগকৃত কোন পণ্য তৈরী, বিক্রির প্রস্তাব, আমদানি, রফতানি বা বিক্রি থেকে বিরত রাখার অধিকার। নিবন্ধিত ডিজাইন সুরক্ষার সত্যিকারের আওতা নির্ধারণ করে থাকে সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের আইন ও রীতি।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” সুরক্ষিত রাখার উপায়ঃ

একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের সুরক্ষা পাবার জন্য অবশ্যই দেশের আইনের অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে।

--সাধারণ নিয়ম হিসেবে, নিবন্ধিত হওয়ার ক্ষেত্রে, একটি ডিজাইনকে অবশ্যই এক বা একাধিক মৌলিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে, এটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের ওপর। এই আবশ্যকতাগুলো হচ্ছে--

--ডিজাইনকে অবশ্যই ‘নতুন’ হতে হবে। একটি ডিজাইনকে তখনই নতুন বলে বিবেচনা করা হবে যদি হুবহু একই রকম কোনো ডিজাইনের অস্তিত্ব নিবন্ধন আবেদনের আগ পর্যন্ত না থাকে।

--ডিজাইনকে অবশ্যই ‘মৌলিক’ হতে হবে। একটি ডিজাইন তখনই মৌলিক বলে বিবেচিত হবে যখন ডিজাইনার নিজে থেকেই ডিজাইনটি তৈরি করবেন এবং এটা বিদ্যমান কোন ডিজাইনের নকল বা অনুরূপ কিছু হবে না।

--ডিজাইনের অবশ্যই একটি ‘স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য’ থাকতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা পূরণ হবে যদি সচেতর জনসাধারনের কাছে কোন ডিজাইনের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া পূরবতী কোন ডিজাইনের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া থেকে আলাদা হয়।

--প্রথাগতভাবে, সংরক্ষণযোগ্য কোনো ডিজাইন উৎপাদিত কোনো পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যেমন একটি জুতার আকৃতি, কানের দুলের কোনো ডিজাইন অথবা একটি চায়ের কাপের অঙ্কন। ডিজিটাল যুগে, কোনো কোনো দেশে, সুরক্ষার মাত্রা ধীরে ধীরে অন্য ধরনের পন্য ও ডিজাইনের দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার কোডের মাধ্যমে সৃষ্ট ইলেক্ট্রনিক আইকন, টাইপফেস, কম্পিউটার মনিটর ও মোবাইল ফোনসেটে প্রদর্শিত গ্রাফিক ইত্যাদি।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট দেশী বিদেশী ডিজাইন সনদ প্রদানের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	চুড়ান্ত নিস্পত্তি
১.	জুলাই ২০২১	১৩
২.	আগষ্ট ২০২১	১৬৮
৩.	সেপ্টেম্বর ২০২১	৯৩
৪.	অক্টোবর ২০২১	১৭৮
৫.	নভেম্বর ২০২১	১৬২
৬.	ডিসেম্বর ২০২১	১৪৫
৭	জানুয়ারী ২০২১	১৪৫
৮.	ফেব্রুয়ারী ২০২১	১৫৫
৯.	মার্চ ২০২১	১৭৪
১০.	এপ্রিল ২০২১	১১৩
১১.	মে ২০২১	৮৭
১২.	জুন ২০২১	৭২
	মোট	**১৫২৩**

নিবন্ধিত ডিজাইনরে নবায়ন সনদ প্রদানের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সনদ নবায়ন
১.	জুলাই ২০২১	৬
২.	আগষ্ট ২০২১	৭২
৩.	সেপ্টেম্বর ২০২১	৪২
৪.	অক্টোবর ২০২১	৭৬
৫.	নভেম্বর ২০২১	৩১
৬.	ডিসেম্বর ২০২১	৩০
৭	জানুয়ারী ২০২১	৪০
৮.	ফেব্রুয়ারী ২০২১	১২
৯.	মার্চ ২০২১	১২৩
১০.	এপ্রিল ২০২১	১৩
১১.	মে ২০২১	১৯
১২.	জুন ২০২১	৩৫
	মোট	**৪৯৯**

উল্লেখযোগ্য ই-সেবাসমূহঃ

ক্রমিক নং	ইতোমধ্যে ই-সেবায় রুপান্তর হয়েছে এমন নাগরিক সেবার নাম	সেবা প্রদানের পর্যায়
০১	পেটেন্ট-এর ৩৪টি ফরম ডাউনলোড সুবিধা	সকল পর্যায়ে
০২	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন-এর ১৮টি ফরম ডাউনলোড সুবিধা	সকল পর্যায়ে
০৩	ট্রেডমার্কস-এর ৩০টি ফরম ডাউনলোড সুবিধা	সকল পর্যায়ে
০৪	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও ফরম ডাউনলোড সুবিধা	সকল পর্যায়ে
০৫	তথ্য বা যোগাযোগ-এর জন্য কর্মকর্তাদের ছবিসহ ই-মেইল, মোবাইল বা ফোন নম্বর পাওয়ার সুবিধা।	সকল পর্যায়ে
০৬	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস পরীক্ষণ পদ্ধতির অটোমেশন।	সকল পর্যায়ে
০৭	পেটেন্ট গেজেটসমূহ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	সকল পর্যায়ে
০৮	ট্রেডমার্কের জার্নালসমূহ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	সকল পর্যায়ে
০৯	জিআই জার্নালসমূহ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	সকল পর্যায়ে
১০	পেটেন্ট-এর আবেদন অনলাইনে গ্রহণ।	সকল পর্যায়ে
১১	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন-এর আবেদন অনলাইনে গ্রহণ।	সকল পর্যায়ে
১২	ট্রেডমার্কস-এর আবেদন আনলাইনে গ্রহণ।	সকল পর্যায়ে
১৩	অনলাইনে মতামত গ্রহণ।	সকল পর্যায়ে

ডিপিডিটি'র অটোমেশন কার্যক্রমসমূহঃ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর-কে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে World Intellectual Property Organization (WIPO)-এর সহায়তায় এই অধিদপ্তরে একটি ওয়েবভিত্তিক Industrial Property Administration System (IPAS) সফট্ওয়ার ইন্সটল করা হয়েছে। IPAS সফটওয়্যারে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস -এর তিন লক্ষের বেশী আবেদন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইতমধ্যে এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত আছে।

IPAS-সফটওয়্যারে রক্ষিত আবেদনের সংখ্যাঃ

আবেদনের প্রকার	আবেদন সংখ্যা
পেটেন্ট	৯,৪২০টি
ডিজাইন	৩১,২৭৯টি
ট্রেডমার্কস	২৯৩,১৭০টি
সর্বমোট	৩৩৩,৮৬৯টি

অটোমেশনের পূর্বে:

ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ইন্ডেক্স কার্ডের মাধ্যমে সার্চ করা হতো।

ইন্ডেক্স কার্ড হোল্ডার

অটোমেশনের পরে (IPAS Software):

কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে IPAS সফটওয়্যারের মাধ্যমে সার্চ করা হচ্ছেঃ

কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে IPAS সফটওয়্যারের মাধ্যমে সার্চিং সিস্টেমঃ

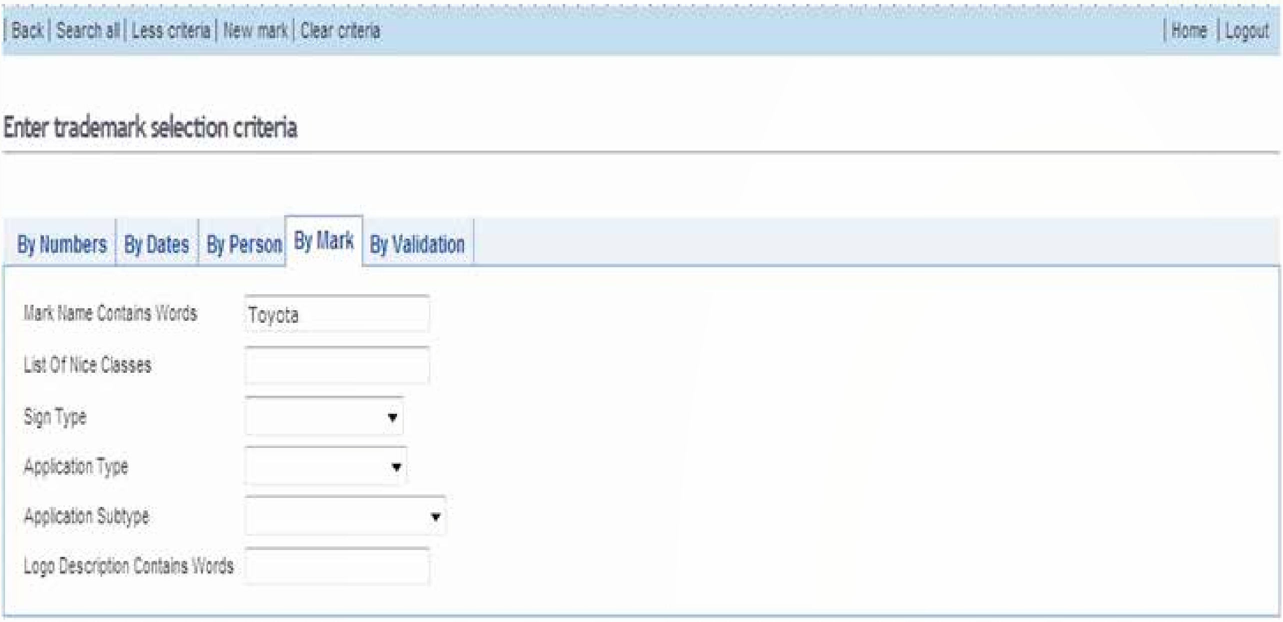

কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সার্চ করা হচ্ছেঃ (ফলাফল)

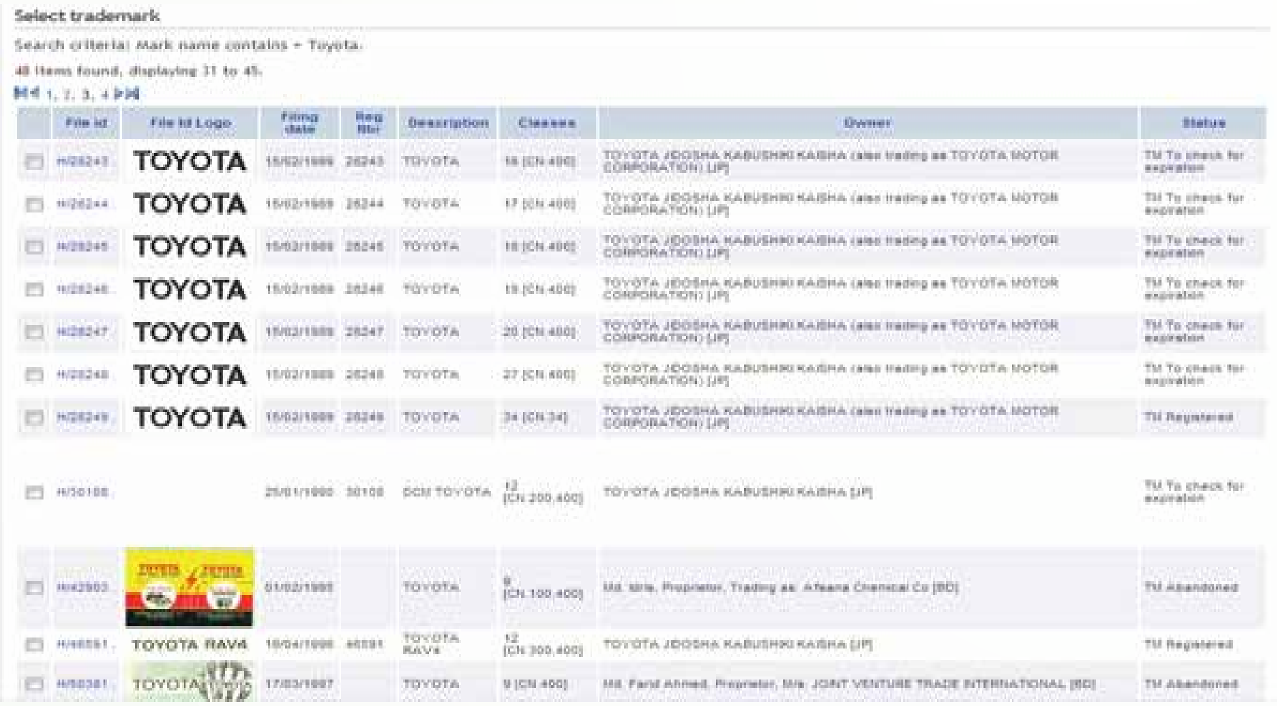

Select trademark

Search criteria: Mark name contains = Toyota.

48 items found, displaying 31 to 45.

1, 2, 3, 4

	File id	File Id Logo	Filing date	Reg Nbr	Description	Classes	Owner	Status
	H/28243	TOYOTA	15/02/1989	28243	TOYOTA	16 [CN 400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) [JP]	TM To check for expiration
	H/28244	TOYOTA	15/02/1989	28244	TOYOTA	17 [CN 400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) [JP]	TM To check for expiration
	H/28245	TOYOTA	15/02/1989	28245	TOYOTA	18 [CN 400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) [JP]	TM To check for expiration
	H/28246	TOYOTA	15/02/1989	28246	TOYOTA	19 [CN 400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) [JP]	TM To check for expiration
	H/28247	TOYOTA	15/02/1989	28247	TOYOTA	20 [CN 400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) [JP]	TM To check for expiration
	H/28248	TOYOTA	15/02/1989	28248	TOYOTA	27 [CN 400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) [JP]	TM To check for expiration
	H/28249	TOYOTA	15/02/1989	28249	TOYOTA	34 [CN 34]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) [JP]	TM Registered
	H/30108		25/01/1990	30108	DCM TOYOTA	12 [CN 200,400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA [JP]	TM To check for expiration
	H/42503		01/02/1995		TOYOTA	9 [CN 100,400]	Md. Idris, Proprietor, Trading as: Afsana Chemical Co [BD]	TM Abandoned
	H/46551	TOYOTA RAV4	10/04/1996	46551	TOYOTA RAV4	12 [CN 300,400]	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA [JP]	TM Registered
	H/50281	TOYOTA	17/03/1997		TOYOTA	9 [CN 400]	Md. Farid Ahmed, Proprietor, M/s. JOINT VENTURE TRADE INTERNATIONAL [BD]	TM Abandoned

উক্ত IPAS সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ সহজে সম্পাদন করা যাচ্ছেঃ

- উক্ত সফটওয়্যার ইন্সটলের ফলে রিসেপশন সেকশন-কে অটোমেশনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- IPAS-এর মাধ্যমে ডিপিডিটি'র পরীক্ষকগণ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সংক্রান্ত আবেদনের পরীক্ষা, নিরীক্ষা করতে পারেন।
- IPAS-সফটওয়্যার মাধ্যমে লেটারস পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক সনদ ও ডিজাইন সনদ প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।
- IPAS-সফটওয়্যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পেটেন্ট,ডিজাইন, ট্রেডমাক নোটিশ ও জার্নাল তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।
- IPAS-সফটওয়্যার মাধ্যমে Workflow ব্যবহার করে, নোট লিখে Top-to-Bottom অথবা Bottom-to-Top ম্যানেজমেন্ট-এর কাছে ফাইল মার্ক করা যায়। এ সুবিধার ফলে ফাইল ট্রান্সফার দ্রুততর হয়েছে, কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে কাগজের ব্যবহার অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে।

উপরোক্ত অটোমেশন সুবিধাদির ফলে এই অধিদপ্তরে কাজের গতি ও স্বচ্ছতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিপিডিটি'র তথ্য বাতায়নঃ

ডিপিডিটি'র রয়েছে একটি সমৃদ্ধশালী তথ্য বাতায়ন। এই তথ্য বাতায়নের ঠিকানাঃ www.dpdt.gov.bd

ডিপিডিটি'র তথ্য বাতায়নের সাইট ম্যাপঃ

অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে নিম্নে প্রদর্শিত সাইট ম্যাপ অনুযায়ী সকল তথ্য পাওয়া যায়।

সাইট ম্যাপ

- **পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর**
  - **প্রথম পাতা**
  - **অধিদপ্তর সম্পর্কিত**
    - লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
    - মাইলস্টোন্স
    - সাংগঠনিক কাঠামো
    - চার্টার অব ডিউটিজ
    - নাগরিক সনদ
    - প্রকল্প কর্মসূচী
    - কর্মকর্তাবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
    - রেজিস্টারগণের তালিকা
    - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
    - আপীল কর্তৃপক্ষ
    - যোগাযোগ
  - **আইন-বিধি**
    - **আইন**
      - বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২
      - পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১
      - ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯
      - ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫
      - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা)
      - সকল আইন
    - **বিধি**
      - পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা, ১৯৩৩
      - ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫
      - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বিধিমালা, ২০১৫
    - **নীতি**
      - আইপি পলিসি ২০১৮
      - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা
  - **নতুন আবেদন**
    - **আবেদন প্রক্রিয়া**
      - পেটেন্ট
      - ডিজাইন
      - ট্রেডমার্কস
      - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য
    - **আবেদনের চেকলিস্ট**
      - পেটেন্ট
      - ডিজাইন
      - ট্রেডমার্কস
      - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য
    - **ফরম**
      - পেটেন্ট
      - ডিজাইন
      - ট্রেডমার্কস
      - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য
    - **ফি**
      - পুন:নির্ধারিত ফি
      - পেটেন্ট (পূর্বের)
      - ডিজাইন (পূর্বের)
      - ট্রেডমার্কস (পূর্বের)
      - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (পূর্বের)
    - অন্যান্য তথ্য
      - সকল
      - মতামত
- **মিডিয়া গ্যালারী**
  - ফটো গ্যালারী
  - ভিডিও গ্যালারী
  - প্রকাশনা
  - প্রেজেন্টেশন
- **পরিসংখ্যান**
  - পেটেন্ট
  - ডিজাইন
  - ট্রেডমার্কস
- **ডাউনলোড**
  - **গেজেট জার্নাল**
    - পেটেন্ট গেজেট
    - ট্রেডমার্ক জার্নাল
    - জি আই জার্নাল
  - বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন
    - দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি
    - প্রজ্ঞাপন
  - দরপত্র
    - আন্তর্জাতিক দরপত্র
    - লোকাল দরপত্র
  - অফিস আদেশ
    - সকল
  - প্রতিবেদন
    - মাসিক
    - বার্ষিক
  - দাপ্তরিক পত্র
    - অনাপত্তি পত্র
  - অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক চাহিদা
    - আইটি সংক্রান্ত চাহিদা পত্র
- **সচরাচর জিজ্ঞাসা**
  - মেধা সম্পদ
  - কপিরাইট
  - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য
  - পেটেন্ট
  - ডিজাইন
  - ট্রেডমার্কস
- **অনলাইন সেবা**
  - পেটেন্ট
  - ডিজাইন
  - ট্রেডমার্কস
  - জি আই
- **আইন/নীতিমালা/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র**
  - আইন
  - নীতিমালা
  - বিধিবিধান
  - প্রজ্ঞাপন ও অন্যান্য
- **তথ্য অধিকার**
  - তথ্য অধিকার আইন বিধিবিধান
  - তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা
  - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ
  - স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমুহ
- **ডেজিগনেটেড/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা**
  - ঘউঅ ফোকাল পয়েন্ট
  - ডেজিগনেটেড অফিসার
  - কমিটি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
  - অন্যান্য
- **মঞ্জুরকৃত পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, জিআই**
  - পেটেন্ট
  - ডিজাইন
  - ট্রেডমার্কস
  - জি আই
- **প্রকাশনা সমূহ**
  - মেধাসম্পদ দিবস-২০১৯স্মরণিক
  - মেধাসম্পদ দিবস-২০১৮স্মরণিক
  - মেধাসম্পদ দিবস-২০১৫স্মরণিক
  - মেধাসম্পদ বিষয়ক সকল প্রকাশনা
- **আমাদের সেবা সমূহ**
  - মেধাস্বত্ব বিষয়ক নিবন্ধন
  - নিবন্ধিত মেধাস্বত্বের নবায়ণ
  - নিবন্ধিত মেধাসম্পদের তথ্য প্রদান
  - সকল সেবা
- **ফরম**
  - পেটেন্ট
  - ডিজাইন
  - ট্রেডমার্কস
  - ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য
- **অনলাইন সেবা**
  - পেটেন্ট
  - ডিজাইন
  - ট্রেডমার্কস
  - জি আই
- **দাপ্তরিক কার্যক্রম সমূহ**
  - এপিএটিম
  - বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
  - সভা/সেমিনার
  - প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- **বাজেট ও উন্নয়ন**
  - বাজেট
  - ক্রয় পরিকল্পনা
  - প্রকল্প/কর্মসূচী
  - অন্যান্য
- **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা**
  - এজঝ ফোকাল পয়েন্ট
  - এজঝ বার্ষিক প্রতিবেদন
  - দুদক এর হটলাইন নম্বর
  - জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
- **ইনোভেশন কার্যক্রম**
  - ইনোভেশন টিম
  - উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমুহ
  - ইনোভেশন টিমের বার্ষিক প্রতিবেদন
  - সকল (ইনোভেশন টিম)
- **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল**
  - ডিপিডিটির কার্যক্রম
  - কমিটি উপ-কমিটি

ডিপিডিটি'র অনলাইন সার্ভিসঃ

দেশের সকল নাগরিককে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে সহজে আবেদন দাখিলের জন্য http://eservice.dpdt.gov.bd/ এই ঠিকানায় অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।

ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার তালিকা (২০১৩-২০২১)

ক্রমিক নং	করনীয় বিষয়	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	প্রত্যাশিত ফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	০২	০৪	০৫	০৬
১.	রিসেপশন সেকশনকে অটোমেশনের আওতায় আনা।	নিজস্ব আইসিটি জনবলের মাধ্যমে WIPO-এর সহায়তায়	তাৎক্ষণিকভাবে জনসেবা দেয়া সম্ভব হবে।	বাস্তবায়িত
২.	Patents, Designs এবং Trademarks data capturing	প্রকল্পের আওতায় IFC-এর আর্থিক সহযোগীতায় ডিপিডিটি	ডাটা ক্যাপচারিং সম্পন্ন হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে, কাজের সচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। জনগণকে তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	বাস্তবায়িত
৩.	E-File Management System/E-Nothi System চালুকরন	রাজস্ব খাতের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	অফিসের কাজের স্বচ্ছতা এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। E-File Management System/ সফটওয়্যারটি অটোমেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় কার্যক্রমটি সম্পন্ন হবে।	বাস্তবায়িত
৪.	Online Application Filing System for Patents,	ডিপিডিটি'র রাজস্ব খাতের মাধ্যমে	ডিপিডিটি'এর কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	বাস্তবায়িত
	Designs and Trademarks			
৫.	পেটেন্ট গেজেটসমূহ এবং ট্রেডমার্কের জার্নালসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	ডিপিডিটি'র নিজস্ব উদ্যোগে	পেটেন্ট গেজেটসমূহ এবং ট্রেডমার্কের জার্নালসমূহের পাবলিকেশন সহজলভ্যকরন। এতে অফিসের কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	বাস্তবায়িত
৭.	Active Notification System (ANSys) চালুকরন	ডিপিডিটি'র রাজস্ব খাতের মাধ্যমে	আবেদনকারীগণের নিকট তাৎক্ষনিক ট্রেডমার্ক সনদ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণের মাধ্যমে সনদ প্রাপ্তিতে ভোগান্তি দূরীকরণসহ দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন।	বাস্তবায়িত
৮.	অনলাইনে ট্রেডমার্ক আবেদন সার্চ গ্রহণ	ডিপিডিটি'র রাজস্ব খাতের ইনোভেশন ফান্ডের মাধ্যমে	আবেদনকারীগণের নিকট তাৎক্ষনিক ট্রেডমার্ক সার্চ প্রতিবেদন প্রদান। দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা আনয়ন।	বাস্তবায়িত
৯.	পেটেন্ট নবায়ন সনদ সহজিকরণ	WIPO-এর কারিগরি সহযোগিতায়	দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা আনয়ন।	বাস্তবায়না ধীন
১০.	ট্রেডমার্কস সনদ প্রদানে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ	ডিপিডিটি'র রাজস্ব খাতের মাধ্যমে	জনগণের ভোগান্তি লাঘব হবে। দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা আনয়ন।	বাস্তবায়িত

সম্ভাবনাঃ

- Technology Innovation Support Centre (TISC) স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল আবিষ্কারের ডাটাবেজে প্রবেশ এবং Technology Transfer এর মাধ্যমে দেশীয় বিজ্ঞানী, গবেষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও অন্যান্যদের নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচন।
- বিজ্ঞানী, গবেষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও অন্যান্যদের নতুন নতুন আবিষ্কারে সহায়তা, উৎসাহ প্রদানসহ এ সকল আবিষ্কারের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

ডিপিডিটি'র ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছাড়াও ডিপিডিটি নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেঃ

- ডিপিডিটি-কে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় পেপারলেস অফিসে রুপান্তরিতকরণ।
- স্টেকহোল্ডারগণকে অনলাইনের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান করা।

পরিশিষ্টঃ

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী আইটি ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক একটি Innovation Team গঠন করা হয়েছে। এতে করে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইন সার্ভিসের ফলে স্টেকহোল্ডারগণের সময়, ভিজিট কমেছে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে। ডিপিডিটি-কে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারন করা হয়েছে। ডিপিডিটি'র আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে Innovation Team এর সদস্যবৃন্দ প্রতিমাসে অভ্যন্তরীন সভায় মিলিত হয়ে থাকে। আইটি ইউনিট, ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার মহোদয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কেবিনেট ডিভিশনের নির্দেশনা মোতাবেক এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান এবং কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

আইটি ইউনিট বিশ্বাস করে যে, এ অধিদপ্তরের আইটি ইউনিটি-কে আরও শক্তিশালী করতে পারলে এ অধিদপ্তরের রূপকল্প "মেধাসম্পদ সুরক্ষায় বিশ্বমানের সেবা" এবং অভিলক্ষ্য "মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতায় (Innovation) গতি আনয়নসহ কার্যকর ও যুগপোযোগী সেবা নিশ্চিতকরণ" সম্ভব হবে।

পেটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপকোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপকোড	বিবরন	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২
			পরিচালন কার্যক্রম		
			সাধারণ কার্যক্রম		
১৩৯০৩০১			পেটেন্টে, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর		
	১৩৯০৩০১১২১৭২৮		পেটেন্টে, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর		
			আবর্তক ব্যয়		
		৩১	কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation)		
		৩১১১	নগদ মজুরী ও বেতন		
		৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১,৪০,০০	১,৯০,০০
		৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১,৪০,০০	২,০২,০০
		৩১১১৩০১	দায়িজ ভাতা	৪০	৮০
		৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাড়া	১,৫০	২,৫০
		৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৩,০০	৪,০০
		৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১,১৫,০০	১,৬০,০০
		৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৪,০০	১৬,০০
		৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৭০	৮০
		৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২,০০	২,৫০
		৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১,২০	২,০০
		৩১১১৩১৬	সেলাই ভাতা	১৫	৪০
		৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৫২,০০	৫২,০০
		৩১১১৩২৭	অধিকরন ভাতা	৫,৫০	৬,৫০
		৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৫,১০	৮,০০
		৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	১২	১২
		৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	৫০	৫০০
		৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৬,৫০	৭,০০
		৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	০	৫০
			উপমোট - নগদ মজুরি ও বেতন:	৪,৮৭,৬৭	৬,৬০,১২
			উপমোট - কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation):	৪,৮৭,৬৭	৬,৬০,১২
		৩২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার		
		৩২১১	প্রশাসনিক ব্যায়		
		৩২১১১০১	পুরস্কার	১,০০	১,২০
		৩২১১১০২	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১,৫০	১,৫০
		৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩,০০	৩,০০
		৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যায়	২,০০	২,০০
		* ৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যায়	১৬,০০	১৪,০০
		৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৩,৫০	৬,০০
		* ৩২১১১১৯	ডাক	১,০০	৬১
		* ৩২১১১২০	টেলিফোন	১,৫০	৩,০০
		৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যায়	৮,০০	৫,০০
		৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১,০০	১,০০
		৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যায়	৩০	৫০
		৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৪,৫০	১৪,৫০
		৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৩০	০০
		৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরিক্ষা	১৫,০০	৭,০০
			উপমোট - প্রশাসনিক ব্যায়:	৬৮,৬০	৫৯,৩১

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপকোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপকোড	বিবরন	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২
		৩২৩১	প্রশিক্ষণ		
		৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৬,০০	১৬,০০
			উপমোট - প্রশিক্ষণ:	১৬,০০	১৬,০০
		৩২৪৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট		
		৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২,০০	৩,০০
		৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৮,০০	১০,০০
			উপমোট - পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট:	১০,০০	১৩,০০
		৩২৪৪	ভ্রমন ও বদলি		
		৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যায়	১২,১৬	২৪,৩২
			উপমোট - ভ্রমণ ও বদলি:	১২,১৬	২৪,৩২
		৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি		
		৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৬,৫০	৬,৫০
		৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাঁই	১,০০	১,০০
		৩২৫৫১০৫	আন্যান্য মনিহারি	৮,৫০	৮,৫০
			উপমোট - মুদ্রণ ও মনিহারি:	১৬,০০	১৬,০০
		৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী		
		৩২৫৬১০৬	পোশাক	৫০	৫০
			উপমোট - সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী:	৫০	৫০
		৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সামগ্রী ও বিশেষ ব্যায়		
		* ৩২৫৭১০৩	গবেষণা	১০,০০	৩,০০
		৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	৩,০০	৩,০০
		৩২৫৭২০৬	সামগ্রী	৪,৫০	০
		* ৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	১২,০০	১২,০০
			উপমোট - পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যায়:	২৯,৫০	১৮,০০
		৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ		
		৩২৫৮১০১	মোটরযান	২,২৫	২,২৫
		৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	২,৫০	২,৫০
		৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৩,০০	৩,০০
		৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২,০০	২,০০
		* ৩২৫৮১৪৩	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যায়	১৪,০০	১৪,০০
			উপমোট - মেরামত ও সংরক্ষণ:	২৩,৭৫	২৩,৭৫
			উপমোট - পণ্য ও সেবার ব্যবহার:	১,৭৬,৫১	১,৭০,৮৮
		৩৮	অন্যান্য ব্যায়		
		৩৮২১	আবর্তক স্থানান্তর বা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়		
		৩৮২১১০২	ভুমি উন্নয়ন কর	২,৫০	০
			উপমোট - আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়:	২,৫০	০
			উপমোট - অন্যান্য ব্যায়:	২,৫০	০
			উপমোট - আবর্তক ব্যায়:	৬,৬৬,৬৮	৮,৩১,০০
			মুলধন ব্যায়		
		৪১	অআর্থিক সম্পদ		
		৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		
		৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক	১০,০০	৮,০০
		৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৫১	১,০০
		৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৫,০০	৮,০০
		৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২,০০	২,০০
			উপমোট - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:	২৭,৫১	১৯,০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপকোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপকোড	বিবরন	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২
		৪১১৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ		
		* ৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফট্ওয়ার	৩০,০০	৩০,০০
			উপমোট - অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ:	৩০,০০	৩০,০০
			উপমোট - অআর্থিক সম্পদ:	৫৭,৫১	৪৯,০০
			উপমোট - মুলধন ব্যয়:	৫৭,৫১	৪৯,০০
			মোট - পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর:	৭,২৪,১৯	৮,৮০,০০
			মোট - পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর:	৭,২৪,১৯	৮,৮০,০০
			মোট - সাধারণ কার্যক্রম:	৭,২৪,১৯	৮,৮০,০০
			মোট - পরিচালন কার্যক্রম:	৭,২৪,১৯	৮,৮০,০০
			মোট - পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর:	৭,২৪,১৯	৮,৮০,০০

ফটোগ্যালারী

কর্মকর্তাদের ছবিঃ

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি
রেজিস্টার

জনাব আলেয়া খাতুন
ডেপুটি রেজিস্টার

জনাব কংকন চাকমা
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সরকার
সিস্টেমস্ এনালিস্ট ও ইনোভেশন অফিসার

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট)

জনাব মির্জা গোলাম সারোয়ার
সহকারী রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট)

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহকারী রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)

জনাব আনজুমান আরা আক্তার খানম
সহকারী রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)

জনাব মুহাম্মদ ফেরদৌস হাসান
সহকারী রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)

জনাব মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)

জনাব সাইদুজ্জামান
সহকারী রেজিস্ট্রার (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন)

জনাব কৌশিক উদ্দিন
সহকারী রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)

জনাব আমিন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
সহকারী রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট)

জনাব মোঃ বেলাল হোসেন
এক্সামিনার, ট্রেডমার্কস

জনাব অজয় কুমার রায়
এক্সামিনার, ট্রেডমার্কস

জনাব মিথুন কুমার দাস
এক্সামিনার, পেটেন্ট (টেক্সটাইল প্রকৌশল)

জনাবমোঃ মজনু ভূইয়া
এক্সামিনার, পেটেন্ট আইসিটি

জনাব নীহার রঞ্জন বর্মন
এক্সামিনার, পেটেন্ট

জনাব মুহাম্মদ রকিবুল হাসান
এক্সামিনার (ডিজাইনস)

জনাব মোঃ রাশেদুল হাছান জীবন
এক্সামিনার, পেটেন্টস (যন্ত্রকৌশল)

জনাব মোঃ বায়েজীদ মামুন
এক্সামিনার, পেটেন্ট (কৃষি)

জনাব শামীমা নাসরিন
এক্সামিনার (ট্রেডমার্কস)

জনাব রাবেয়া আক্তার
এক্সামিনার (ট্রেডমার্কস)

জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম
এক্সামিনার (ট্রেডমার্কস)

জনাব হযরত আলী
এক্সামিনার (ট্রেডমার্কস)

জনাব ফয়েজ মাহবুব চৌধুরী
এক্সামিনার (ডিজাইন)

জনাব সুমিত চন্দ্র সরকার
এক্সামিনার, পেটেন্ট (রসায়ন)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক "জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মেধাসম্পদ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের ঘর নির্মানের জন্য ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও গরীব ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা মহোদয়কে ডিপিডিটি'র পক্ষ থেকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা

IP Awareness Program:

খুলনায় "বাণিজ্য প্রসার ও অর্থনীতির উন্নয়নে মেধাসম্পদের গুরুত্ব" শীর্ষক কর্মশালা।

রাজশাহীতে “বাণিজ্য প্রসার ও উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মেধাসম্পদের প্রয়োজনীয়তা” শীর্ষক সেমিনার

খুলনায় "Branding for Black Tiger Shrimp in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান

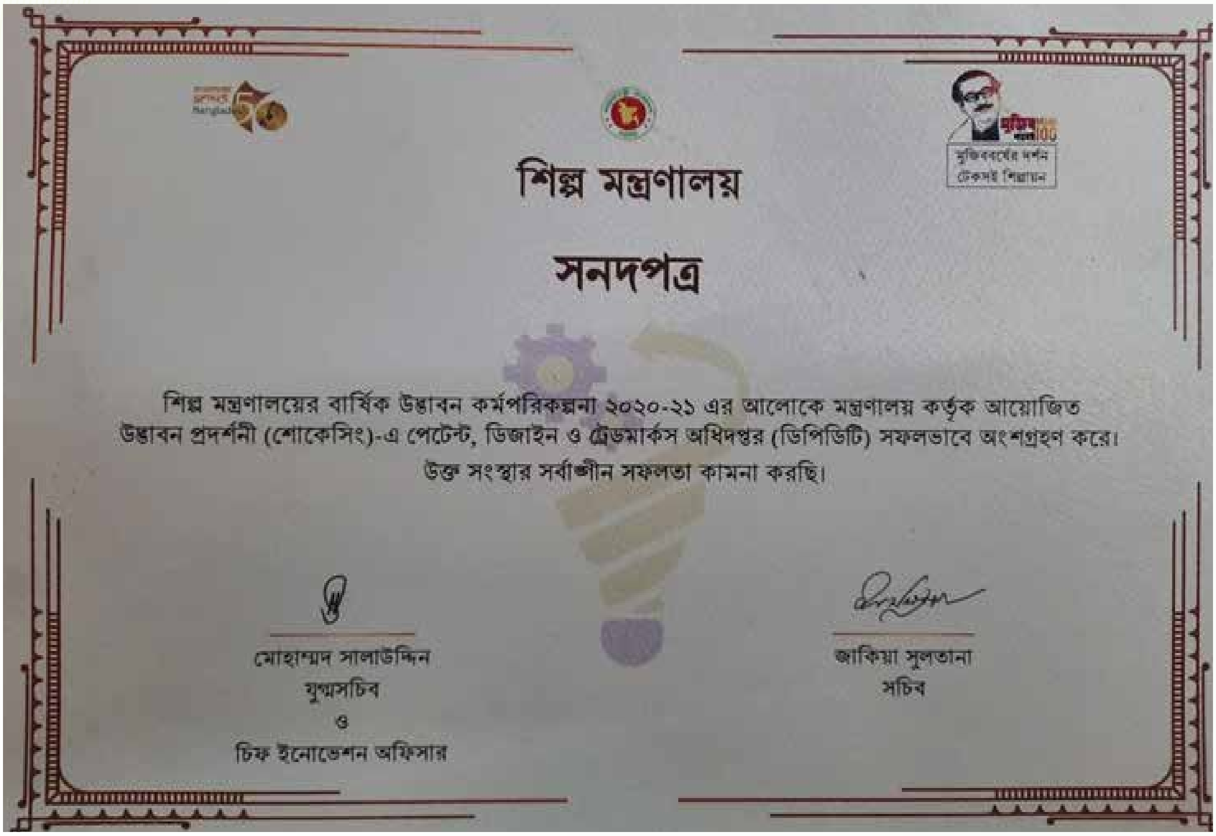

মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন

শিল্প মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)-এ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) সফলভাবে অংশগ্রহণ করে। উক্ত সংস্থার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
যুগ্মসচিব
ও
চিফ ইনোভেশন অফিসার

জাকিয়া সুলতানা
সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্ভাবনী প্রদর্শনী (শোকেসিং) এ ডিপিডিটির অংশগ্রহণ ও উদ্ভাবনী প্রদর্শনী (শোকেসিং) ২০২০-২১ এর সনদ প্রাপ্তি

মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ডিপিডিটি সুসজ্জিতকরণ

১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ই আগষ্টের সকল শহীদদের প্রতি ডিপিডিটির বিনম্র শ্রদ্ধা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

জনাব আলেয়া খাতুন
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অর্থ ও প্রশাসন)

জনাব খন্দকার আব্দুল কাদের
উচ্চমান সহকারী

জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন শেখ
দপ্তরী

“নতুন নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করুন”

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়